অভিধেয়-তত্ত্ব

অভিধেয় অর্থ কর্ত্তব্য। অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই অভিধেয়। এই সংসারে আমাদের অভীষ্ট বস্তু একটী দুইটী নয়—বহু। কোন্ অভীষ্টটী পাওয়ার নিমিত্ত কর্ত্তব্য বা উপায়ের অনুসন্ধান এস্থলে করা হইতেছে? সংসারে আমাদের অভীষ্ট বহু হইলেও তাহাদের মূল হইতেছে একটী—সুখ। সেই সুখ কিন্তু আমরা সংসারে পাইনা; তাই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনাও এখানে চরমাতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার কারণ হইতেছে এই যে, বাস্তবিক যে সুখের জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, তাহার স্বরূপ আমরা জানিনা; তাই তাহা পাওয়ার উপায়ও আমরা অবলম্বন করিতে পারিনা; সুতরাং তাহা পাইও না। সেই সুখটী হইতেছে—সুখস্বরূপ রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সহিত জীবের যে একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তিনিই যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে তাহা বিস্মৃত হইয়া আছে। সেই সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। আবার অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সেই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া মায়ার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি-ত্রিতাপ-জ্বালাদির ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। এই জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপ-জ্বালাদি হইতে উদ্ধার পাইতে হইলেও উক্ত নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার প্রয়োজন। সেই স্মৃতিকে জাগ্রত করার উপায়ই হইতেছে জীবের মুখ্য কর্ত্তব্য—ইহাই অভিধেয়। ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারাই সেই স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে যে সর্ব্বপ্রকারের ভয় দূরীভূত হয়, শ্রুতি-স্মৃতি তাহা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন। শ্রুতিঃ। ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারিলে কোনও ভয়ই থাকে না।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈ র্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।—সেই দেবকে—ভগবানকে জানিতে পারিলেই সকল পাশ (বন্ধন) নষ্ট হয়। পাশ-ক্লেশ নষ্ট হইলেই জন্মমৃত্যুরও ব্যাঘাত জন্মে।" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ইতি পুরুষসূক্তে—পুরুষসূক্ত হইতে জানা যায়, তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য উপায় নাই।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥—আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৭।১৬॥" মুণ্ডকশ্রুতি বলেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে॥ ২।২।৮॥—পরব্রহ্মের দর্শন পাইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি নষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং সংসার-গতাগতিরও উপশম হয়"।

উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মকে জানার কথাই বলা হইয়াছে। জানা অর্থ বিস্মৃতিকে দূর করা; কারণ, যত দিন পর্য্যন্ত জীব তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানা যাইবে না।

কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? উপাসনাই তাঁহাকে জানিবার উপায়। শ্রুতি-স্মৃতি তাই ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়াছেন।

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২।১৬-১৭॥" এস্থলে ব্রহ্মকে জানার কথা, তাঁহাকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার অবলম্বনই উপাসনা।

শ্রুতি বলেন—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ১।১৪॥—নিজের দেহকে এক অরণি (ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদনার্থ কাষ্ঠ) করিয়া এবং প্রণবাত্মক ব্রহ্মকে আর এক অরণি করিয়া উভয়ের ঘর্ষণরূপ ধ্যান অভ্যাস করিলে সেই দেবের দর্শন পাইবে।" শ্রুতি আরও

বলেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" এস্থলেও ব্রহ্মের শ্রবণ-মননরূপ উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিলেন। কিন্তু উপাসনা তো অনেক রকম আছে—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি। কোন্ রকমের উপাসনা বিধেয়?

যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল অনিত্য। ইহাদ্বারা ইহকালের সুখ এবং পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ-ভোগ লাভ হইতে পারে; কিন্তু এসমস্ত সুখ অনিত্য; ইহা দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। স্বর্গলাভ হইলেও স্বর্গসুখ হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য; যতদিন পুণ্যকর্ম্মের ফল থাকিবে, ততদিনের জন্য। পুণ্যক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" শ্রুতিও বলেন—"যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে॥ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যধৃতশ্রুতিবচন।"—শ্রীপাদ শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—অগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ-সাধনানাং অনিত্যফলতাং দর্শয়তি—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে অগ্নিহোত্রাদি-সাধনের ফল যে অনিত্য, তাহাই বলা হইয়াছে। কর্ম্মের ফলে ইহকালে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্যের ফলে পরকালে যে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়, তাহাও তেমনি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকোপনিষৎও বলেন—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞ-রূপা॥ ২।৭॥—সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে যজ্ঞরূপ-তরণী অদৃঢ়। যজ্ঞাদি কর্ম্মসাধনের দ্বারা সংসার-মোক্ষ অসম্ভব।" আরও বলা হইয়াছে—"এতচ্ছ্রেয়ো যে অভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ মুণ্ডক। ১।২।৭॥—যে সকল মূঢ়লোক যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মাঙ্গ-সাধনকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।"

এসমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা গেল, কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব নাই।

তারপর যোগ ও জ্ঞানের কথা। যোগমার্গের সাধকগণ জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার সঙ্গে এবং জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন চাহেন। উভয় প্রকার সাধনের সিদ্ধিতেই (অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত মিলনে বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্তিতে), জীবের মায়াবন্ধন এবং তজ্জনিত সংসার-গতাগতি ঘুচিয়া যায়, আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উভয়েই আনন্দস্বরূপ বলিয়া নিত্য চিদানন্দের আস্বাদনও জীব পাইতে পারে। সুতরাং যোগের বা জ্ঞানেরও অভিধেয়ত্ব আছে।

কিন্তু যোগ এবং জ্ঞান সকলের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য অভিধেয় কিনা, সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা আবশ্যক। কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিশ্চিত এবং সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে, (১) সেই উপায়টী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কিনা, অর্থাৎ সেই উপায়টী অবলম্বন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এমন কোনও শাস্ত্রোক্তি আছে কিনা, (২) উপায়টী সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কিনা, অর্থাৎ সেই উপায়টী অবলম্বন না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, এমন কোনও শাস্ত্রোক্তি আছে কিনা, (৩) উপায়টী অন্যনিরপেক্ষ কিনা, অর্থাৎ অভীষ্ট-দান-বিষয়ে উপায়টী অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা। যদি অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিম্বা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যানুসারে অভীষ্ট লাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে; (৪) উপায়টীর সার্ব্বত্রিকতা আছে কিনা, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বত্র প্রয়োজ্য কিনা। সর্ব্বত্র বলিতে—সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও অবস্থায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ব্বত্রিকতা আছে বুঝিতে হইবে। সার্ব্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায়, বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে; এবং (৫) উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কিনা, অর্থাৎ উপায়টী যে কোনও সময়েই অবলম্বন করা যায় কিনা। সদাতনত্ব না থাকিলে সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এই পাঁচটী লক্ষণই যে উপায়ের আছে, তাহাকেই অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে নিশ্চিত উপায়রূপে গণ্য করা যায়। এতাদৃশ

উপায়ের কথাই জিজ্ঞাস্য এবং এতাদৃশ উপায়েরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধেয়ত্ব থাকিতে পারে। "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই (২।৯।৩৫)-শ্লোকে একথাই জানা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—যোগ ও জ্ঞানের উক্ত লক্ষণগুলি আছে কিনা।

প্রথমতঃ যোগমার্গ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলেন—"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি। ৫।৬॥—যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন॥" ইহা যোগসম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগসম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক অন্বয়-বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

যোগসম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক বিধি দৃষ্ট হয় না।

গীতা আবার বলেন—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তু-মুপায়তঃ॥ ৬।৩৬॥—যাঁহার মন সংযত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলম্বন করিলে তিনিই সফল-কাম হইতে পারেন।" ইহাতে বুঝা যায়, যোগে অধিকারীর বিচার আছে, যোগমার্গে সকলের অধিকার নাই। আবার "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সুখমাসনমাত্মনঃ। যোগী যোগং যুঞ্জীত" ইত্যাদি প্রমাণ-অনুসারে দেখা যায়, যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত শুদ্ধ স্থানের এবং সুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা আছে। সুতরাং যোগের সার্ব্বত্রিকতাও নাই।

গীতার উল্লিখিত "অসংযতাত্মনা"—ইত্যাদি ৬।৩৬-শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ "উপায়ত"-শব্দ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "উপায়তো মদারাধনলক্ষণাজ্‌ জ্ঞানাকারান্‌ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চ।" ইহাতে বুঝা যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ ২।২২।১৪॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও ঐ কথাই বলেন। "তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ২।৪।১৭॥—তপস্বী (জ্ঞানী), দানশীল (কর্ম্মী), যশস্বী (কর্ম্মিবিশেষ), মনস্বী (মননশীল যোগী), মন্ত্রবিৎ (আগমশাস্ত্রানুগত সাধক) এবং সুমঙ্গল (সদাচারসম্পন্ন) ব্যক্তিগণও যাঁহাতে স্ব-স্ব-তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গলপ্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশঃশালী ভগবান্‌কে নমস্কার, নমস্কার।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যোগের অন্য-নিরপেক্ষতা নাই।

সুতরাং যোগমার্গ নিশ্চিত উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা।

জ্ঞানমার্গ। যাঁহারা জীব-ব্রহ্মের অভেদ মনন পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহাদের সাধন-পন্থাকেই এস্থলে জ্ঞানমার্গ বলা হইতেছে।

শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ইহা জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে অন্বয়বিধি। জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক বিধি দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের সাধন ব্যতীত যে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মানুভব হইবেনা, এমন কোনও বিধান দৃষ্ট হয় না।

জ্ঞানের অন্যনিরপেক্ষত্বও নাই। স্বীয় ফল প্রদান করিতে জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্জনম্‌। ১।৫।১২॥—সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক অমল-জ্ঞানও অচ্যুত-শ্রীভগবানে ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না।" শ্রীমদ্‌ভাগবত আরও বলেন—"শ্রেয়ঃ-স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥ ১০।১৪।৪৪॥—হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুলশূন্য-স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না।" গীতাও বলেন—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌॥ ১২।৫॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ভগবতি ভক্তিং বিনা কেবল-ব্রহ্মোপাসকানান্তু কেবল-ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।"

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬॥"-এই গীতা-শ্লোকের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদশঙ্কর লিখিয়াছেন—"ভগবতোঽভ্যর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা।—মোক্ষ ফল লাভের নিমিত্ত যে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা ভগবদর্চ্চনরূপ ভক্তিযোগের ফল। অর্থাৎ ভক্তিযোগব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-রূপ জ্ঞান স্থিতিলাভ করিতে পারেনা, সুতরাং ফলদায়কও হয় না।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥—হে অর্জ্জুন, কেবলমাত্র অনন্যভক্তির সাহায্যেই তত্ত্বতঃ আমাকে জানা যায়, দেখা যায়, আমাতে প্রবেশ করা যায়।" ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্মসাযুজ্যই জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য। গীতার এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"যদি নির্ব্বাণমোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা।" এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া। ভগবতোঽন্যত্র পৃথঙ্ন কদাচিদপি যা ভবতি সা তু অনন্যা ভক্তিঃ। সর্ব্বৈরপি করণৈঃ বাসুদেবাদন্যন্নোপলভ্যতে যয়া সা অনন্যা ভক্তিঃ তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারঃ হে অর্জ্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎকর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ। প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং চ গন্তুং পরন্তপ।" শ্রীপাদ শঙ্করও এস্থলে বলিতেছেন—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-ভক্তিদ্বারা মোক্ষ লাভও হয়।

এসমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধন স্বীয় ফল প্রদানে অসমর্থ।

জ্ঞানের সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সদানত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে। কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞানমার্গের সাধনের অধিকারী। আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানানুশীলনের বিরতি ঘটে।

সুতরাং ভগবদনুভবের পক্ষে জ্ঞান একটী উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় নহে।

ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গ কেন স্ব-স্ব-ফলদানে অসমর্থ, তাহার একটী শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত হেতু আছে। শ্রুতি বলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নীতি॥"—ব্রহ্ম স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার মহিমা হইল তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ। সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ-শক্তিতে বা স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষেই প্রতিষ্ঠিত, অন্যত্র নহেন। এই কথাই শ্রীমদ্‌ভাগবত আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ॥ ৪।৩।২৩॥—বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলে। বিশুদ্ধসত্ত্বে অপাবৃত পুরুষ প্রকাশিত হন।" স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব। সুতরাং স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষেই যে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, ইহাই জানা গেল। ইহার হেতুও আছে। ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌বস্তু; চিদ্‌বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভব নয়। স্বরূপ-শক্তিও চিদ্‌বস্তু—চিচ্ছক্তি। তাই একমাত্র স্বরূপ-শক্তিতেই ব্রহ্মের প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা বা অনুভব সম্ভব।

মায়াবদ্ধ জীব সাধন করে তাহার দেহের ও দেহের ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে। ধ্যান মনের কাজ। মন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়। বুদ্ধির সাহায্যে যে ব্রহ্মের অনুশীলন, তাহাও প্রাকৃত মনের বৃত্তিবিশেষ বুদ্ধিরই কাজ। কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা তাহাদের বৃত্তি—সমস্তই মায়িক বলিয়া জড়। চিৎ এবং জড়—এই দুইটী হইতেছে পরস্পর-বিরোধী বস্তু—আলো ও অন্ধকারের ন্যায়। যেখানে আলো, সেখানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না; যেখানে অন্ধকার, সেখানে যেমন আলো থাকিতে পারে না; তদ্রূপ যেখানে চিৎ, সেখানে জড় থাকিতে পারে না এবং যেখানে জড়, সেখানে চিৎ থাকিতে পারে না। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥"

তাই ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারেন না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর॥" অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"তোমার নিজের

চক্ষুতে আমাকে দেখিতে পাইবে না, দিব্যচক্ষু দিতেছি; তাহাদ্বারা দেখ। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ১১।৮॥"

সুতরাং প্রাকৃত মনের ধ্যানাদিদ্বারা অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি সম্ভব নয়। মন স্বরূপ-শক্তিদ্বারা অনুগৃহীত হইলেই তাহা সম্ভব। নিত্যমুক্ত জীবসম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গেও দেখা গিয়াছে, সম্যক্‌রূপে মায়াস্পর্শ বিবর্জ্জিত হইয়াও স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্তিতেই তাঁহারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছেন।

মন এবং ইন্দ্রিয়াদিকে স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্য করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—ভক্তির অনুষ্ঠান। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তি-স্বরূপতঃ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। "হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদ্রূপা ভক্তিঃ সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ। ইতরথা ভগবৎ-বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ। তথাভূতায়াস্তস্যা ভক্তকায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেন আবির্ভূতায়াঃ ক্রিয়াকারাত্বম্। চিৎসুখমূর্ত্তেঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববদবসেয়ম্।—অধ্যয়নমাত্রবতঃ। ৩।৪।১২॥-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।"—শ্রুতি বলেন, ভক্তি হইল হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ; তাহা সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অবস্থান করে। তাহা না হইলে, ভক্তির ভগবৎ-বশীকারিণী শক্তি থাকিতে পারে না। এতাদৃশী ভক্তি সাধকের ইন্দ্রিয়াদির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অনুষ্ঠানাদিরূপে প্রকাশিত হয়—চিৎসুখবিগ্রহ ভগবানের কুন্তলাদির ন্যায়।" ভগবান্ চিদানন্দবিগ্রহ; তাঁহার কেশাদিও চিদ্‌বস্তু—চিদানন্দেরই প্রকাশ-বিশেষ। তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা অনুষ্ঠেয় হইলেও হ্লাদিনীসারসংযুক্তা সম্বিৎ-শক্তির (অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তিরই) বৃত্তিবিশেষ-ভক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ—ইন্দ্রিয়াদি ভক্তির সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে সাধকের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে—ধ্যান ভক্তিমার্গেও আছে, জ্ঞানমার্গেও আছে। ভক্তিমার্গের ধ্যান স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইলে জ্ঞানমার্গের ধ্যান তাহা হইবেনা কেন?

উত্তর এই। ভক্তি অর্থই হইল সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্। গোপালতাপনী শ্রুতি।" তাই ভক্তিতে সাধকের চিত্তে সেব্য-সেবকত্বভাব থাকে। জ্ঞানমার্গে তাহা থাকে না। সেব্য-সেবকত্বভাব থাকার একটা বিশেষত্ব আছে। যিনি সেব্য, তিনি হইবেন—ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়-সবিশেষ-স্বরূপ—ভগবান্। তাঁহাতে স্বরূপশক্তি আছে। এই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই তিনি ভক্তবৃন্দের চিত্তে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করেন—যাহা ভক্তচিত্তে আসিয়া ভক্তি-প্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে। যাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তি-অঙ্গরূপে তাঁহাদের নিকটে স্বরূপশক্তিকে প্রকটিত করেন। এই স্বরূপশক্তি কৃপা করিয়া যথা সময়ে সাধকের মনঃ-আদি ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। অবশ্য অনুষ্ঠানের আরম্ভেই ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না, যথাসময়ে হয়। লৌহ আগুনে দেওয়া মাত্রই অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না, কিছুকাল পরে হয়। (বিশেষ আলোচনা ২।২৩।৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞানমার্গের ধ্যান সম্বন্ধে অন্য কথা। এস্থলে সাধক ধ্যান করেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের—আমিই ব্রহ্ম এই ভাব মনে জাগ্রত রাখিয়া। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিকাশ নাই; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপশক্তিকে রূপান্বিত করিয়া সাধকের চিত্তে ধ্যানরূপে প্রকটিত করিতে পারেন না। জ্ঞানমার্গের সাধকের ধ্যান কেবলই তাঁহার প্রাকৃত মনের ক্রিয়া, ইহাতে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ নাই।

ব্রহ্ম বা ভগবানের কৃপার কথা শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।২।৩॥—এই আত্মা (ব্রহ্ম) বেদাধ্যায়নদ্বারা লভ্য নহেন, গ্রন্থার্থধারণের শক্তি (মেধা) দ্বারা লভ্য নহেন, বহু বেদবাক্য শ্রবণ দ্বারাও লভ্য নহেন। এই আত্মা যাঁহাকে (আপন-জন বা স্বীয়-সেবকরূপে) বরণ করেন, তিনিই এই আত্মাকে পাইতে পারেন; এই আত্মা তাঁহার নিকটে স্বীয় তনু (বিগ্রহ) প্রকাশ বা দান করেন।" বরণ-শব্দেই ব্রহ্মের কৃপার কথা

জানা যায়। আর তনু-প্রকাশে বা তনু-দানেও কৃপার আতিশয্য প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতির এই বাক্য দেখিয়া মনে পড়ে আর একটী উক্তির কথা। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণিতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥—ভক্তি সহকারে যিনি একপত্র তুলসী বা এক গণ্ডূষ জল ভগবান্‌কে অর্পণ করেন, (সেই জল-তুলসীর সমান আর কিছু নাই বলিয়া) ভক্তবৎসল-ভগবান্ তাঁহার নিকটে আত্মবিক্রয় করেন—নিজেকেই দান করেন (বৃণুতে তনূং স্বাম্)।" ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে তাঁহার স্বরূপশক্তিকে সাধকের জন্য প্রকটিত করা এবং সাধকেরা ইন্দ্রিয়াদিকে স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করা ব্রহ্মের কৃপারই পরিচায়ক। জ্ঞানমার্গের সাধকের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে এইরূপ কৃপার অভিব্যক্তি নাই; যেহেতু নির্ব্বিশেষ স্বরূপে স্বরূপ-শক্তির বিলাস নাই; কৃপা ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ।

এইরূপে দেখা গেল জ্ঞানমার্গের ধ্যান এবং ভক্তিমার্গের ধ্যান স্বরূপতঃ এক বস্তু নহে। শ্রবণ-মননাদি সম্বন্ধেও এইরূপই।

এজন্যই বলা হইয়াছে, সাধনের সহায় ইন্দ্রিয়াদিকে একমাত্র ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইতে পারে। এরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত না হইলে চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম কোনও ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত হইতে পারেন না, ধ্যানের বিষয়ীভূতও হইতে পারেন না। সাধক নিজের ইচ্ছামত ধ্যানের চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু সেই ধ্যানে অনুভব লাভ হইবে না।

যোগমার্গসম্বন্ধেও এইরূপ। এজন্যই যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন।

ভক্তি একমাত্র সবিশেষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানেই প্রযোজ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ভক্তির (সেবার) অবকাশ নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী সাধক কিরূপে ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন?

সাযুজ্যকামীর মোক্ষদাতাও সবিশেষ স্বরূপ। মোক্ষদানের অনুরূপ শক্তিও নির্ব্বিশেষ স্বরূপে নাই। তাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মোক্ষদান করিতে পারেন না। সাধক নিজের শক্তিতেও মায়াকে অপসারিত করিয়া মোক্ষ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। কারণ, মায়া দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"দৈবীহ্যেষ গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, একমাত্র তাঁহারাই মায়ায় কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, অপর কেহ পারেন না এবং মায়ার কবল হইতে উদ্ধার না পাইলেও মোক্ষ অসম্ভব। কারণ, মোক্ষ অর্থই হইল মায়ারবন্ধন হইতে মুক্তি।

উল্লিখিত গীতার উক্তি হইতে জানা গেল, মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের—সবিশেষ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ব্রহ্মের—কোনও সচ্চিদানন্দময় সবিশেষ স্বরূপেরই ভজন করিতে হইবে—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা। তাঁহার নিকটে প্রার্থনাও জানাইতে হইবে—তিনি কৃপা করিয়া যেন তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য জন্মাইয়া দেন। এরূপ করিলেই জ্ঞানমার্গের সাধন ফলদায়ক হইতে পারে।

যোগমার্গের সাধককেও তদ্রূপই করিতে হইবে।

এইরূপে ভক্তির সাহচর্য্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেই জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ ফলপ্রদ হইতে পারে এবং তখনই জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের অভিধেয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে সিদ্ধ হইয়া কোনও সাধক সাযুজ্যমুক্তি বা পরমাত্মার সহিত মিলন লাভ করিলে তাঁহার সংসার-গতাগতির নিরসন হইতে পারে, সত্য; কিন্তু তাহাতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হইবে না; সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিকাশ হইবে না; যতদিন পর্য্যন্ত এই সেব্য-সেবকত্ব-ভাব বিকশিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধজ্ঞানেরও সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে বলা যায় না। তাই, যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গ অভিধেয় হইলেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নয়।

এক্ষণে ভক্তিসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮.৬৫।—হে অর্জ্জুন, আমাতে মন অর্পণ কর, আমার

ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমার নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।" আবার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি। ১৮।৫৫।" ইহাও গীতার উক্তি। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য। শ্রীভা, ১১।১৪।২৪॥" শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী। মাঠর শ্রুতি॥"—এসমস্ত হইল ভক্তিসম্বন্ধে অন্বয়বিধি।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ শ্রীভা, ১১।৫।৩॥—চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা আত্মপ্রভব সাক্ষাৎ-ঈশ্বর পুরুষকে (না জানিয়া) ভজন করেন না, কিম্বা (জানিয়াও ভজন করেন না বলিয়া) অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।" "পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥—যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হন, তবে তাঁহাকেও পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।"—এসমস্ত হইল ভক্তিসম্বন্ধে ব্যতিরেক বিধি।

ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতাও আছে। "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছন্তি॥ শ্রীভা, ১১।২০।৩২-৩৩॥—কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা যোগদ্বারা, দানধর্ম্মদ্বারা, তীর্থযাত্রা-ব্রতাদি অন্য শ্রেয়ঃ-অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারা সে সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে। ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে পারেন, ভগবদ্ধামে ভগবচ্চরণ-সেবাও পাইতে পারেন।" "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—" এই উক্তির "একয়া"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ভক্তি অন্য কাহারও সহায়তার অপেক্ষা রাখে না। মাঠর-শ্রুতির "ভক্তিরেব ভূয়সী"—বাক্যেও তাহাই সূচিত হইতেছে। এই সমস্ত প্রমাণে ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতা সূচিত হইতেছে। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরমা স্বতন্ত্রা; তাই পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে সমর্থা। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠর শ্রুতি॥"

ভক্তি জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষাও রাখে না। "তস্মাদ্ মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ॥ শ্রীভা, ১১।২০।৩১॥—জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ॥"

ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তিব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ শ্রীভা,॥"

উল্লিখিত প্রমাণবলে জানা যায়, ভক্তি সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রা।

ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির-অনুষ্ঠান করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥ ৩।৪।৬৩॥" "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসা আভীর-শুহ্মাযবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ শ্রীভা, ২।৪।১৮॥—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসাদি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাঁহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার।" কেবল মনুষ্যের কথা তো দূরে, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিও ভক্তির প্রভাবে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাম্। ঊর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥ গরুড়পুরাণ॥—হরিতে সংন্যস্তকর্ম্মা কীট, পক্ষী এবং মৃগগণও ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে; জ্ঞানিব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আর কি কথা।" দুরাচার ব্যক্তিও ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা। ৯.৩০॥—যিনি অন্যদেবতার আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার ভজনই করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে; কারণ, তিনি সম্যক্ ব্যবসিত অর্থাৎ আমার একান্ত নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ-নিশ্চয়কে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।" এসমস্ত হইল ভক্তির সার্ব্বত্রিকতার প্রমাণ।

ভক্তির সদাতনত্বও আছে। সমস্ত অবস্থাতেই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহ্লাদাদি গর্ভাবস্থায়, ধ্রুবাদি বাল্যে, অম্বরীষাদি যৌবনে, যযাতি-আদি বার্দ্ধক্যে, অজামিলাদি মৃত্যুকালে, চিত্রকেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায়, ভজন করিয়াছিলেন। নরকে অবস্থানকালেও ভজনক্রিয়া চলিতে পারে। "যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্‌বহন্তো দিবং যযুঃ॥—যেখানে যেখানে নরকবাসিগণ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।" হ, ভ, বি, ।

সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় ভক্তির বিরতি নাই। "মৎসেবয়া প্রতীতং তে"—ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৯।৪।৬৭) শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই। "ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥—শ্রীহরিনামগ্রহণে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই; যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানেই নাম গ্রহণ করা যায়। উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই।" তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ শ্রীভা, ২।২।৩৬॥—সকল লোকেই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির নাম-গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।

এক্ষণে দেখা গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধনই হইল সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অভিধেয়।

"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকটে নিয়া যায়, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। ভক্তিই গরীয়সী।"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় একমাত্র—(এব-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য) ভক্তির কৃপাতেই জীব ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারে, ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে, পার্ষদরূপে ভগবৎ-সেবার ব্যপদেশে রস-লোলুপ ভগবান্‌কে প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহার ভক্তবশ্যতা প্রকটিত করিতে পারে। ইহাতেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানের পূর্ণতম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভক্তির প্রভাবেই এই বিকাশ। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে সম্বন্ধজ্ঞানের এতাদৃশ বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং ভক্তিই হইল সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিধেয়।

বেদান্তেও ভক্তির অভিধেয়ত্বের কথা দৃষ্ট হয়। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—"অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে।—এই পাদে অনুরাগের হেতুভূতা ভক্তির কথা বলা হইতেছে।"

"বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ॥ ৩।৩।৪৮॥"—সূত্রে বলা হইয়াছে "বিদ্যাই মুক্তির একমাত্র কারণ।" এই সূত্রে বিদ্যা-শব্দের অর্থে গোবিন্দভাষ্য বলেন—"বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ইত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাঃ তত্ত্বাভিধানাৎ।—'প্রজ্ঞাকে জানিয়া'-ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে বিদ্যা-শব্দে এস্থলে জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তিকে বুঝাইতেছে।" আরও বলা হইয়াছে—"তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষহেতুর্নতু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বা। ইত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ।—সূত্রস্থ তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থক। একমাত্র বিদ্যাই মোক্ষহেতু, কর্ম্ম বা বিদ্যাকর্ম্ম নয়। (বিদ্যাকর্ম্ম-শব্দে ভক্তিমিশ্র কর্ম্ম বুঝায়; ইহাদ্বারাও মোক্ষ লাভ হয় না)।"

মূল ভাষ্যে বিদ্যা-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি। জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি বলিতে কি বুঝায়? জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—তৎপদার্থের (বা পরতত্ত্ব ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপের) জ্ঞান, ত্বং-পদার্থের (বা জীব-স্বরূপের) জ্ঞান এবং উভয়ের ঐক্যজ্ঞান। উভয়ের (জীব-ব্রহ্মের) ঐক্যজ্ঞানে সেব্য-সেবকত্বের ভাব নাই; সেব্য-সেবকত্ব-ভাব ব্যতীত ভক্তির (সেবার) অবকাশই হয় না। সুতরাং ইহা ভক্তিবিরোধী; ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের সাধকদের ভাব। ইহা ভক্তিবিরোধী বলিয়া "জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি"-বাক্যের অন্তর্গত জ্ঞান-শব্দে এই ঐক্যজ্ঞানকে লক্ষ্য করা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গের—

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান এবং জীবতত্ত্বজ্ঞানরূপ অঙ্গদ্বয়ের—সঙ্গে ভক্তির প্রতিকূল সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মকে জানার কথা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে জানা যায়॥ "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"-ইত্যাদি মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য (৩।১।৯) হইতে জীবস্বরূপকে জানার কথাও পাওয়া যায়। তাহা হইলে "জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি"-দ্বারা "ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিকেই" বুঝায়। সাধনে নিষ্ঠার জন্য—আমি কাহার উপাসনা করিতেছি, তাহা যেমন জানা দরকার, তেমনি আমার স্বরূপ কি, আমার উপাস্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি—তাহাও তেমনি জানা দরকার। এইরূপ জ্ঞানলাভের পরে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই এস্থলে "জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি" বলা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে কর্ম্ম এবং (নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ) জ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। সুতরাং উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের মতে শুদ্ধাভক্তিই যে অভিধেয়, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানে পরমপুরুষার্থ প্রেম প্রাপ্তি হইতে পারে। সুতরাং ইহাই সমস্ত অভিধেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ২।২২।১৪॥"

———